বড়বলদিয়ায় বিজিবির মাদক বিরোধী অভিযান: ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধারকৃত গাঁজা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে জমা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) গতকাল বুধবার রাত ১১ টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক জুলহাস উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী

বড়বলদিয়া গ্রামের মাঠে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা আটক করতে সক্ষম হন। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

“বাড়ির বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করি” এ স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান শতাধিক মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ

করেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ মোড় ও পুলিল ক্যাম্প মোড়ে ভ্যান, পাখিভ্যান, আটো চালক, অটোর যাত্রী ও রাস্তায় চলাচলরত সাধারণ মানুষের মুখে মাস্ক পরিয়ে দেন।

দীর্ঘ লকডাউনের পর সরকার লকডাউন উঠিয়ে নিলে ও প্রশাসনের নজরদারি শিথিল হলে সাধারণ জনতা আর করোনাভাইরাসকে কিছুই মনে করছেনা। সড়কে যানবাহন চলাচল ও বাজারের দোকান খোলা থাকায় স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে মানুষের জীবনযাত্রা।

সরকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও বাড়ির বাইরে বের হলে মুখে মাস্ক পরার কথা প্রচার করলেও কেউ মানছে না এ আচরণবিধি। দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার বাড়লেও মুখে মাস্ক পরতে অনিহা মানুষের। রাস্তায় চলাচলরত ৯৫% ভাগ মানুষেরই মাস্ক নেই।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জ নিজের টাকাই মাস্ক কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করেন এবং সবাইবে মাস্ক ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন।

জীবননগর হাসাদাহ ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যসের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন ও মানব বন্ধন

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম ও ইউপি সদস্য সোহেল রানা শ্যামলের বিরুদ্ধে হাসাদাহ জাফরাবাজ পাড়ার মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে সোহরাফ এবং ছেলে রাজুর প্রান নাশের হুমকির প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন ও মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় স্থানীয় হাসাদাহ বাজারে এলাকার

প্রতিবাদি মুখোর সর্ব সাধারনের উপস্থিতে এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় পরে মানব বন্ধন অনুষ্ঠান শেষে বেলা ১২টার সময় হাসাদাহ প্রেসক্লাবে উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।

জানাযায়, হাসাদাহ বাজার জাফরাবাজ পাড়ায় বসবাসকারী মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে সোহরাফ আলীর নামে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ উপহার স্বরুপ ত্রান মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দকৃত হত দারিদ্রদের মাঝে দুর্যোগ সহনিয়ো ঘর র্নিমানের জন্য সোহরাফ আলীর নামে একটি ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়।

কিন্তুু সেই ঘর নির্মানের জন্য তার নিকট হতে নগদ মোট অংকের অর্থ আদায় সহ ঘর নির্মানের চরম অনিয়মের অভিযোগ তুলে দুদকের কাছে সোহরাফ আলীর ছেলে বাদি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে দুদক অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করেন পরে দুদকের তন্দত্বে উক্ত দোষি ব্যাক্তিরা দোষী প্রমানিত হলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় থেকে তাদেরকে গত ১-৭-২০২০ইং তারিখে জীবনগর উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যেমে ইউপি চেয়ারম্যান ও ঐ ইউপি সদস্যেকে অস্থায়ী ভাবে বরখাস্তের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং সেই সাথে কেন তাদেরকে স্থায়ী ভাবে বহিষ্কারাদেশ করা হবেনা সেই মর্মে দশ কার্য দিবসের মধ্যে কারন দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

এরপর থেকে অভিযুক্ত ব্যাক্তিরা বাদি পক্ষকে বিভিন্ন লোক মারফোথ মামলা তুলে নেবার জন্য চাফ সৃষ্টি করেন এবং প্রাননাশের হুমকি প্রদান করেন বলে সংবাদ সম্মেলন এবং মানব বন্ধনে এমনটি প্রকাশ করেন অভিযোগ কারী সোহরাফ এবং তার ছেলে রাজু আহাম্মদ। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের দারা তারা বর্তমানে খুবিই জীবন শঙ্খায় আছেন ।

তাই সোহরাফ হোসেন এবং ছেলে রাজু সহ তার পরিবার স্থানীয় প্রশাসন এবং উর্দ্ধোতন সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সকল ধরনের আইনি সহয়োতা চেয়েছেন তারা। মানব বন্ধনে উপস্থিত সকলেই অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের দৃষ্টান্ত মুলোক শাস্তি দাবি করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা প্রেসক্লাব কক্ষে শোক সভা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি (দৈনিক ইত্তেফাক) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা মো: মনিরুজ্জামান ধীরু। শোক সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক (দৈনিক ভোরের কাগজ) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা)প্রতিনিধি মো: আওয়াল হোসেন।

উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সহসাধারন সম্পাদক (দৈনিক নয়াদিগন্ত) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা মো: মনিরুজ্জামান সুমন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক (মেহেরপুর প্রতিদিন) দর্শনা ব্যুরো প্রধান মো: আহসান হাবীব মামুন, (দৈনিক আমাদের নতুন সময়) চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ, (দৈনিক প্রজন্মের ভাবনা) দর্শনা প্রতিনিধি চিকিৎক মো: আব্দুল হান্নান, (দৈনিক সময়ের সমীকরন) দর্শনা সহকারী বুরো প্রাধান মো: ওয়াসিম রয়েল, (দৈনিক আকাশ খবর) দর্শনা সহকারী ব্যুরো প্রাধান মো: ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, (দৈনিক জবাব দিহি) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা)প্রতিনিধি সুকমল চন্দ্র বাধন, (দৈনিক এই আমার দেশ) দর্শনা প্রতিনিধি আবিদ হাসান রিফাত, (মেহেরপুর প্রতিদিন) দর্শনা প্রতিনিধি মো: ফরহাদ হোসেন ।

শোক সভায় বক্তরা সকলে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা

করে তাকে জান্নতুল ফৌদেস।

দোয়া পরিচালনা করেন (দৈনিক সংগ্রাম) চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শিক্ষক মো: আলমগীর হোসেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা সহ সার্বিক সহযোগিতা করেন (দৈনিক যুগান্তর) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা)প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল।

দর্শনায় ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা প্রাদুর্ভাব রোধে ওষুধ ফার্মেসি মালিকদের সচেতনতার লক্ষ্যে ৪ টি ওষুধ ফার্মেসিতে পৃথক ভাবে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার শিল্পনগরী দর্শনা পৌর শহর এলাকায় পৃথক ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার ও ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস এভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করায় দর্শনার পুরাতন বাজারের নূর মেডিক্যাল, সুমন মেডিক্যাল হাউজসহ মোট ৪ টি ফার্মেসি থেকে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ফার্মেসি দোকান মালিকগণ তাদের জরিমানা অর্থ পরিশোধ করেন।

তবে ভবিষ্যতে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন এই দুই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

৪০ দিনেও খোঁজ মেলেনি

আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিকের

পদ্মা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিককে এক মাস দশ দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গত ৫ জুন পদ্মায় ডুবে যাওয়া ট্রলারে ২৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আলমডাঙ্গার ৬ জন শ্রমিক ছিলেন। ভাগ্যের জোরে তিনজন জীবিত ফিরলেও তাদের সাথে যাওয়া অপর তিনজন নিখোঁজ থাকেন। এক মাস দশ দিনেও তাদের কোন খোঁজ মেলেনি। তিন পরিবারে আজও চলছে শোকের মাতম।

নিখোঁজ হওয়া তিনজনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে সাহাবুল, একই গ্রামের আইনাল হকের ছেলে শিলন, তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক, আজিজুল হকের ছেলে একরামুল, লস্কর মন্ডলের ছেলে আমজাদ ও হানেফ মন্ডলের ছেলে মোমেন কাজের উদ্যেশে ফরিদপুর যান গত ৩১ মে। তারা ওইদিন খুব সকালে জেলা ফরিদপুরের বাইপাস সড়কের “আদম বাজারে” (কামলার বাজার) উপস্থিত হন। ফরিদপুর সদরের চর নাশিপুর গ্রামের মহাজন লালন ফকির ৬শ টাকা দিনমজুরীতে ওই ৬ জনকে কিনে নেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন সকালে লালন ফকিরের ছেলে সাকিল মোট ২৭ জন কামলাকে নিয়ে মাওয়া ঘাট থেকে ট্রলারে করে নদীর ওপারের চরের জমিতে বাদাম তুলতে নিয়ে যেত। প্রতিদিনের মত ৫ জুন সকালেও তারা ট্রলারে নদী পার হচ্ছিলেন। কিন্ত শয়তানখালি ঘাট এলাকায় পৌছানোর আগেই ২৭ জন কামলা নিয়ে ট্রলারটি নদীতে ডুবে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়া অপর একটি ট্রলার ঘটনাস্থলে পৌছলে ৬ জন কামলা তাতে উঠে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্ত এই মর্মান্তিক ট্রলারডুবিতে ২১ কামলার মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কর্মীরা।

সৌভাগ্যবসত আলমডাঙ্গার একরামুল, আমজাদ ও মোমেন প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরে এলেও হতভাগ্য সাহাবুল, শিলন ও রাজ্জাক নদীর অথৈ জলে নিখোঁজ থাকেন। আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। কিন্ত তাদের পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন তারা মরেনি, বেঁচে আছেন।
নিখোঁজ সাহাবুলের স্ত্রী সখিনা বেগম জানান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনাক্ষম ছিলেন তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে দুইটি সন্তান নিয়ে তিনি মহাসগারে পড়েছেন। তিনি বলেন, মারা গেলে তো তার লাশ উদ্ধার হবে। আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে।

নিখোঁজ শিলনের পিতা আইনাল হক বলেন, আমার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটেছে

আল্লাহ একমাত্র জানে। আমরা ছেলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

আলমডাঙ্গায় দুই ব্যবসায়ীকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে ও জামজামী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেছেন।

রবিবার (১২ জুলাই) আদালত পরিচালনা করা হয়। আদালতে খন্দকার বেকারী ও জামজামীর সাহা ওয়েল স্টোরকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। আদালত পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষনের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজার, মাছ বাজার, মুদিখানার দোকান ও হোটেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করে। পৌর শহরের নতুন বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত খন্দকার বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও মোড়কীকরনে বিধি অমান্য করায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, জামজামী বাজারে ভেজাল তেল বিক্রি করায় সাহা ওয়েল স্টোরকে জরিমানা করা হয় ৮ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে বিট

পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

পুলিশের সেবা শুধু থানায় নয়, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌছে দিতে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার (১২ জুলাই) বিকেলে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীরের সভাপতিত্বে বিট পুলিশিং কার্যক্রম-২০২০‘র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস। জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাস্টার।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, পুলিশ দেশের মানুষের সেবাই নিয়োজিত রয়েছে। সেবার হাত মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌছে দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিট পুলিশিং কার্যক্রম তারই একটি অংশ।
তিনি বলেন, উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একজন তার মুল্যবান সময় নষ্ট করে থানায় আসছেন। আমরা তাকে থানায় না এনে তার কাছে গিয়ে সমস্যার সমাধারন করতে চাই। এ জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। জনগনের সমস্যা ইউনিয়নে বসেই পুলিশ সমাধান করে দিবে।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি (অপারেশন) স্বপন কুমার পাল ও থানার সেকেন্ড অফিসার রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় করোনার ক্রান্তিকালেও থেমে নেই কোচিং

বাণিজ্য

মহামারি আকার ধারণ করেছে করোনাভাইরাস। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন পার করছে দেশের মানুষ। বন্ধ রয়েছে সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা অনিশ্চিত। কিন্তু এই মহামারির মধ্যেও চুয়াডাঙ্গায় থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে খুব কৌশলে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছেন কয়েকজন শিক্ষক।

গেল ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞানে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পূর্বের বন্ধের ধারাবাহিকতায় আগামী ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ থাকবে। এ সময়ে নিজেদের এবং অন্যদের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কোচিং চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় বহাল তবিয়তে চলছে কোচিং বাণিজ্য। সম্প্রতি কয়েকজন অসাধু শিক্ষক কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আশ্বস্ত করে শিক্ষার্থীদের কোচিং এ উপস্থিত করাচ্ছেন বলেও জানাযাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশকিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, একাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিং চলায় বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব। যেখানে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কোচিং বন্ধের নির্দেশ দেয় সেখানে তারা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং চালায় কিভাবে?

এর আগেও কোচিং শিক্ষকদের কোচিং সেন্টার বন্ধের বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন সরকার কিন্তু তা না মেনে কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন। অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানান তারা।

করোনার সংক্রমণের মধ্যেও কোচিং সেন্টার চালানো প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক জনাব নজরুল ইসলাম জানান, এই সংকটময় সময়ে কোচিং সেন্টার চালানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যারা কোচিং চালাচ্ছেন, সে যেই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি কেউ দরিদ্র হয় তাহলে তাদের ত্রাণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কোচিং বন্ধ থাকবে।

একই অভিমত প্রকাশ করে, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কিভাবে তারা কোচিং চালাচ্ছে? চুরি করে কোন কিছু করাও অপরাধ। আর কোচিং তো অবৈধ। অবৈধ জিনিস কিভাবে টিকে থাকে তাও আবার করোনার মহামারির মধ্যে? অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

কোচিং সেন্টার চালানো বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি দেয়া হয়েছে কি-না, এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, কাউকে কোচিং চালানোর অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার পুলিশের নেই। কোচিং চালানোর জন্য কাউকে অনুমতিও দেয়া হয়নি। সম্প্রতি কোচিং চালানোর বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে তা আমরা আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিব।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্যাংলরি চালকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গৃার শহরতলী দৌলতদিয়াড় ফায়ার সার্ভিসপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু আসাদ হোসেন (৫২) মৃত আবদার হোসেনের ছেলে। তিনি ছিলেন ট্যাংকলরির চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান জানান, শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে আবু আসাদ হোসেন নিজ বাড়িতে নষ্ট একটি টেবিলফ্যান

মেরামত করছিলেন। এ সময় তাঁতাল দিয়ে ফ্যান ঝালাই করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।